أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/গ)

www.motaher21.net

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِصَاصُ فِى الۡقَتۡلَى

হে মু’ মিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে।

O you who believe ! the law of equality is prescribed to you.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৭৮ ও ১৭৯

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِصَاصُ فِى الۡقَتۡلٰى‌ؕ اَلۡحُرُّ بِالۡحُرِّ وَ الۡعَبۡدُ بِالۡعَبۡدِ وَ الۡاُنۡثٰى بِالۡاُنۡثٰى‌ؕ فَمَنۡ عُفِىَ لَهٗ مِنۡ اَخِيۡهِ شَىۡءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيۡهِ بِاِحۡسَانٍ‌ؕ ذٰلِكَ تَخۡفِيۡفٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَ رَحۡمَةٌ‌ؕ فَمَنِ اعۡتَدٰى بَعۡدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। ১৭৬ স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে। তবে কোন হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰأُولِي الْأَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

আর হে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্নগণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

১৭৮ ও ১৭৯ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় আরবের দু' টি গোত্রকে কেন্দ্র করে। যার একটিকে অপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদাবান ও সম্মানি মনে করা হত। যার কারণে সম্মানের দাবিদার গোত্রের কোন কৃতদাস হত্যা করলে অপর গোত্রের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত, কোন মহিলাকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করত।

এরূপ হতাহতের ঘটনা দু' টি মুসলিম গোত্রে ঘটে গেল যা জাহেলী যুগ থেকে চালু ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ জানালো। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ে জাহিলী প্রথা বাতিল করে দেয়। (আয়সারুত তাফাসীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯)

'সম-অধিকার' আইন এবং এর তাৎপর্য

মহান আল্লাহ বলেন, হে মু' মিনগণ! প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ন্যায় পন্থা অবলম্বন করা তোমাদের ওপর অবধারিত তথা ফরয করে দেয়া হয়েছে। অতএব স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে হত্যা করবে। এ ব্যাপারে সীমালঙঘন করবে না। যেমন সীমালঙঘন করেছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা। তারা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিলো।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অজ্ঞতার যুগে বানু নাযীর ও বানু কুরাইযা নামক ইয়াহুদীদের দু' টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বানু নাযীর জয়যুক্ত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে এ কথার চালু হয় যে, যখন বানু নাযীরের কোন লোক বানু কুরাইযার লোককে হত্যা করবে তখন প্রতিশোধরূপে বানু নাযীরের ঐ লোকটিকে হত্যা করা হবে না। বরং রক্ত পণ হিসেবে তার নিকট হতে এক ওয়াসাক অর্থাৎ প্রায় একশ' আশি কেজি খেজুর আদায় করা হবে। আর যখন বানু কুরাইযার কোন লোক বানু নাযীরের কোন লোককে হত্যা করবে তখন প্রতিশোধরূপে তাকেও হত্যা করা হবে এবং রক্তপণ গ্রহণ করা হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই ওয়াসাক খেজুর গ্রহণ করা হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে অজ্ঞতার যুগে ঐ জঘন্য প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দেন।

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) এর বর্ণনায় এই আয়াত অবতীর্ণের কারণ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আরবের দু' টি গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা পর¯পরে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীদার হয় এবং বলে, আমাদের দাসের পরিবর্তে তাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক এবং আমাদের নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষকে হত্যা করা হোক। তাদের এই দাবি খণ্ডনে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই হুকুমটিও মানসূখ। কুর' আন মাজীদ ঘোষণা করেঃ النفس بالنفس অর্থাৎ প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ। সুতরাং প্রত্যেক হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করা হবে। স্বাধীন দাসকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত পুরুষ নারীকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত। সর্বাবস্থায় এই বিধানই চালু থাকবে।

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরা পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করতো না, এই কারণেই النفس بالنفس والعين بالعين আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং স্বাধীন লোক সবাই সমান। প্রাণের বদলে প্রাণ নেয়া হবে। হত্যাকারী পুরুষই হোক বা স্ত্রী হোক। অনুরূপভাবে নিহত লোকটি পুরুষই হোক বা স্ত্রী হোক।

যখনই কোন স্বাধীন ব্যক্তি, স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তখন তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। এরূপভাবে এই নির্দেশ দাস ও দাসীর মধ্যে চালু থাকবে। যে কেউই প্রাণ নাশের ইচ্ছায় অন্যকে হত্যা করবে, প্রতিশোধ স্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে। হত্যা ছাড়া যখম বা কোন অঙ্গহানীরও একই নিদের্শ। ইমাম মালিক (রহঃ) এই আয়াতটিকে النفس با لنفس এই আয়াত দ্বারা মানসূখ বলেছেন।

জিজ্ঞাস্যঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ইমাম সাওরী (রহঃ) ইমাম আবূ লায়লা (রহঃ) এবং ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ)-এর মাযহাব এই যে, কোন আযাদ ব্যক্তি যদি কোন গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। 'আলী (রাঃ), ইবনে মাস 'উদ (রাঃ), সা 'ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) ইবরাহীম নাখ 'ঈ (রহঃ)-এরও একটি বর্ণনা অনুসারে সাওরী (রহঃ)-এরও মাযহাব এটাই যে যদি কোন মনিব তার গোলামকে হত্যা করে তবে তার পরিবর্তে মনিবকেও হত্যা করা হবে। এর দালীল রূপে তাঁরা এই হাদীসটি পেশ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه، ومن خصاه خصيناه"

'যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে আমারাও তাকে হত্যা করবো। যে তাঁর গোলামকে নাক কেটে নিবে আমরাও তাঁর নাক কেটে নিবো এবং যে তাঁর অণ্ডকোষ কেটে নিবে তারও এই প্রতিশোধ নেয়া হবে।' (হাদীস য 'ঈফ। সুনান আবূ দাউদ ৪/১৭৬/৪৫১৫, জামি ' তিরমিযী ৪/১৮, ১৯, ৪৭৫১, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৮৮৮/২৬৬৩, সুনান দারিমী ২/২৫০/২৩৫৮, মুসনাদে আহমাদ ৫/১০, ১২, ১৮, মুসতাদরাক হাকিম ৪/৩৬৭)

কিন্তু জামহূরের মাযহাব এই মনীষীদের উল্টো। তাদের মতে দাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না। কেননা, দাস এক প্রকারের মাল। সে ভুল বশতঃ নিহত হলে রক্তপণ দিতে হয় না, শুধুমাত্র তার মূল্য আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে তার হাত, পা ইত্যাদির ক্ষতি হলে প্রতিশোধের নির্দেশ নেই।

কাফেরের পরিবর্তে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে বেশির ভাগ ‘আলিমের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, একজন মুশরিককে হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারী মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম বুখারী (রহঃ) ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

‘কাফেরকে হত্যা করার জন্য মুসলিম হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবেনা।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ১/২৪৬/১১১, জামি ‘ তিরমিযী ৪/১৮, ১৯/১৪১৪, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৮৮৭/২৬৫৮, সুনান দারিমী ২/২৪৯/২৩৫৬, মুসনাদে আহমাদ ১/৭৯/৫৯৯) এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই কিংবা এর বিপরীত বর্ণনার কোন সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সূরা আল মায়িদার النفس بالنفس আয়াতটি ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য করে কাফিরের পরিবর্তে মুসলিমকেও হত্যা করা যাবে বলে অভিমত দিয়েছেন।

মাস’ আলাঃ হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আত্তার (রহঃ) এর উক্তি রয়েছে যে, পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে না। এর দালীল রূপে তারা উপরোক্ত আয়াতটি পেশ করে থাকেন। কিন্তু জামহূর ‘উলামা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা সূরাহ আল মায়িদার এই আয়াতটি সাধারণ , যার মধ্যে النفس بالنفس বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি রয়েছেঃ "المسلمون تتكافأ دماؤهم" অর্থাৎ মুসলমানদের রক্ত পরস্পর সমান। (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-৩/৮০/২৭৫১, সুনান ইবনে মাজাহ-২/৮৯৫/২৬৫৮, মুসনাদে আহমাদ ৫২/১৯২/৬৭৯৭, সুনান বায়হাক্বী- ৮/২৯) লাইস (রহঃ) এর মাযহাব এই যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে তবে তাঁর পরিবর্তে তাকে অর্থাৎ স্বামীকে হত্যা করা হবে না।

মাস’ আলাঃ চার ইমাম এবং জামহূর ‘উলামার মতামত এই যে, কয়েকজন মিলে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। ‘উমার (রাঃ)-এর যুগে সাতজন মিলে একটি লোককে হত্যা করে। তিনি সাতজনকেই হত্যা করার আদেশ দেন এবং বলেনঃ

لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ যদি ‘সান ‘আ’ পল্লীর সমস্ত লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করতো তাহলে আমি প্রতিশোধস্বরূপ সকলকেই হত্যা করতাম।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী-১২/২৩৬/৬৮৯৬, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-২/১৩/৮৭১) কোন সাহাবীই তাঁর যুগে তাঁর এই ঘোষণার বিরোধিতা করেন নি। সুতরাং এ কথার ওপর যেন ইজমা ‘ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, একজনের পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা করা হবে না, বরং একজনের পরিবর্তে একজনকেই হত্যা করা হবে। মু ‘আয (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রহঃ), ‘আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইবনে সীরীন (রহঃ) এবং হাবীব ইবনে আবি সাবীত (রহঃ) হতেও এই উক্তিটি বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনজির (রহঃ) বলেন যে, এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক মত।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, ‘নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী যদি হত্যাকারী কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেটা অন্য কথা।’ অর্থাৎ সে হয়তো হত্যার পরবর্তী রক্তপণ স্বীকার করে কিংবা হয়তো তার অংশের রক্তপণ ছেড়ে দেয় এবং স্পষ্টভাবে ক্ষমা করে দেয়। যদি সে রক্তপণের ওপর সম্মত হয়ে যায় তাহলে সে যেন হত্যাকারীর ওপর জোর-জবরদস্তি না করে, বরং যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে তা আদায় করে। হত্যাকারীর কর্তব্য এই যে, সে যেন তার সদ্ভাবে পরিশোধ করে, টাল-বাহানা না করে।

মাস’আলাঃ ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ, ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ)-এর মাযহাব এবং একটি বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর মাযহাবও এই যে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কিসাস ছেড়ে দিয়ে রক্তপণের ওপর সম্মত হওয়া তখন জায়িয হবে যখন স্বয়ং হত্যাকারীও তাতে সম্মত হয়। কিন্তু অন্যান্য মনীষীগণ বলেন যে, এতে হত্যাকারীর সম্মতির শর্ত নেই।

মাস’আলাঃ পূর্ববর্তী একটি দল বলেন যে, নারীরা যদি কিসাসকে ক্ষমা করে দিয়ে রক্তপণের ওপর সম্মত হয়ে যায় তবে তার কোন মূল্য নেই। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইবনে শিবরামাহ (রহঃ), লায়স (রহঃ) এবং আওযা‘ঈ (রহঃ) এর অভিমত এটাই। কিন্তু অন্যান্য ‘উলামায়ি দ্বীন তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন যে, যদি কোন নারীও রক্তপণের ওপর সম্মত হয়ে যায় তবে কিসাস উঠে যাবে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ‘ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় রক্তপণ গ্রহণ, এটা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা।’ পূর্ববর্তী উম্মাতদের এ সুযোগ ছিলো না। ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈলের ওপর ‘কিসাস’ অর্থাৎ হত্যার পরিবর্তে হত্যা ফরয ছিলো। ‘কিসাস’ ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণের অনুমতি তাদের জন্য ছিলো না। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদির ওপর মহান আল্লাহ্‌র এটি বড় অনুগ্রহ যে, রক্তপণ গ্রহণও তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তাহলে এখানে তিনটি জিনিস হচ্ছে (১) ‘কিসাস’, ২) রক্তপণ, (৩) ক্ষমা। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে শুধুমাত্র ‘কিসাস’ ও ‘ক্ষমা’ ছিলো, কিন্তু ‘দিয়্যাতের’ বিধান ছিলো না। তাওরাতধারীদের জন্য শুধু কিসাস ও ক্ষমার বিধান ছিলো এবং ইঞ্জিলধারীদের জন্য শুধু ক্ষমাই ছিলো।

তারপরে বলা হচ্ছে, ‘যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ বা মেনে নেয়ার পরেও বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি।’ যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ :إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ؛ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হত্যার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন কারণে, তাহলে সে প্রতিশোধস্বরূপ তিনটির কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয়তো ১. হত্যার পরিবর্তে হত্যা, ২. ক্ষমা, ৩. দিয়্যাত বা রক্ষপণ। যদি এ গুলোর পরিবর্তে চতুর্থ কোন কিছু অন্বেষণ করে তাহলে জাহান্নামই তার একমাত্র স্থায়ী আবাসস্থল হবে। (হাদীসটি য‘ঈফ। মুসনাদে আহমাদ-৪/৩১, সুনান আবূ দাউদ-৪/১৬৯/৪৪৯৬, সুনান ইবনে মাজাহ

২/৮৭৬/২৬২৩, সুনান দারিমী ২/২৪৭/২৩৫১, সুনান বায়হাক্বী-৮/৫২, সুনান দারাকুতনী ৩/৯৬/৫৬) সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

‘দিয়্যাত গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি আবার তাকে হত্যা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। মুসনাদে আহমাদ-৩/৩৬৩) অর্থাৎ এ হত্যার বদলা হিসেবে আর তার থেকে দিয়্যাত নেয়া হবে না, বরং তাকেই হত্যা করা হবে।

কিসাসের উপকারিতা এবং এর অপরিহার্যতা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ﴾ হে জ্ঞানীরা! তোমরা জেনে রেখো যে, কিসাসের মধ্যে মানব গোষ্ঠীর অমরত্ব রয়েছে। এর মধ্যে বড় দূরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু’ জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তাহেল জানা যায় যে, এটা জীবন লাভেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা উচিত হবে না। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ থেকে বিরত থাকবে। তাহলে দু’ ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। পূর্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তো মহান আল্লাহ এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, اَلْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাধা দেয়, কিন্তু কুর’ আনুল হাকীমের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষা অলঙ্কারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ‘এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। প্রথমতঃ তোমরা মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত না কেউ কাউকে হত্যা করবে, আর না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করবে। تَقْوَى হচ্ছে প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ করা এবং প্রত্যেক পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার নাম।

‘কিসাস’ হচ্ছে রক্তপাতের বদলা বা প্রতিশোধ। অর্থাৎ হত্যাকারীর সাথে এমন ব্যবহার করা যেমন সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হত্যাকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবে তাকেও হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে একজনকে হত্যা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে।

জাহেলী যুগে হত্যার বদলা নেয়ার ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচলন ছিল। কোন জাতি বা গোত্রের লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তির রক্তকে যে পর্যায়ের মূল্যবান মনে করতো হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র বা জাতির কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের রক্ত আদায় করতে চাইতো। নিহত ব্যক্তির বদলায় কেবলমাত্র হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করেই তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো না। বরং নিজেদের একজন লোক হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে চাইতো তারা প্রতিপক্ষের শত শত লোককে হত্যা করে। তাদের কোন অভিজাত ও সম্মানী ব্যক্তি যদি অন্য গোত্রের একজন সাধারণ ও নীচু স্তরের লোকের হাতে মারা যেতো, তাহলে এক্ষেত্রে তারা নিছক হত্যাকারীকে হত্যা করাই যথেষ্ট মনে করতো না। বরং হত্যাকারীর গোত্রের ঠিক সমপরিমাণ অভিজাত ও মর্যাদাশীল কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করতে অথবা তাদের কয়েক জনকে হত্যা করতে চাইত। বিপরীত পক্ষে নিহত ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে যদি কোন সামান্য ব্যক্তি হতো আর অন্যদিকে হত্যাকারী হতো বেশী মর্যাদাশীল ও অভিজাত, তাহলে এক্ষেত্রে তারা নিহত ব্যক্তির প্রাণের বদলায় হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করতে দিতে চাইতো না। এটা কেবল, প্রাচীন জাহেলী যুগের রেওয়াজ ছিল না। বর্তমান যুগেও যাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুসভ্য জাতি মনে করা হয় তাদের সরকারী ঘোষণাবলীতেও অনেক সময় নির্লজ্জের মতো দুনিয়াবসীকে শুনিয়ে দেয়া হয়ঃ আমাদের একজন নিহত হলে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশ জনকে হত্যা করবো। প্রায়ই আমরা শুনতে পাই, এক ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির আটককৃত বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বিশ শতকের একটি ‘সুসভ্য’ জাতি নিজেদের এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরীয় জাতির ওপর। অন্যদিকে এই তথাকথিত সুসভ্য জাতিগুলোর বিধিবদ্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায়, হত্যাকারী যদি শাসক জাতির এবং নিহত ব্যক্তি পরাজিত ও অধীনস্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাদের বিচারকরা প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে চায় না। এসব অন্যায় ও অবিচারের পথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারীর কোন প্রকার মর্যাদার বাছ-বিচার না করে নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র হত্যাকারীরই প্রাণ সংহার করা হবে।

“ভাই” শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মধ্যে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃ সমাজেরই একজন সদস্য। কাজেই তোমাদের একজন অপরাধী ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে যদি দমন করতে পারো তাহলে এটাই হবে তোমাদের মানবিক ব্যবহারের যথার্থ উপযোগী। এ আয়াত থেকে একথাও জানা গেলো যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে নর হত্যার মতো মারাত্মক বিষয়টিও উভয় পক্ষের মর্জীর ওপর নির্ভরশীল। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখে এবং এ অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের ওপর জোর দেয়া আদালতের জন্য বৈধ নয়। তবে পরবর্তী আয়াতগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া হলে তাকে অবশ্যি রক্তপণ আদায় করতে হবে।

এখানে কুরআনে “মা’ রুফ” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে ওঠে হ্যাঁ এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও (Common Law) ইসলামী

পরিভাষায় “উর্‌ফ” ও “মা’ রুফ” বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরীয়াত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি এমন সব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

যেমন হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ আদায় করার পরও আবার প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করার ব্যাপারে টালবাহানা করে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তার প্রতি যে উদারতা প্রর্দশণ করে নিজের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। এসবগুলোকেই বাড়াবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাহিলী যুগ যেখানে ছিল না কোন সুষ্ঠু আইন-কানুন, ছিল না কোন মানবতা। ছিল শুধু অন্যায় অবিচার, তাদের বিধান ছিল ‘জোর যার মুল্লুক তার’ । তাদের এক প্রকার জুলুম ছিল এ রকম যে, যদি সবল ও সম্মানিত গোত্রের কোন পুরুষ লোক হত্যা করা হত, তাহলে কেবল হত্যাকারীকেই তারা হত্যা করত না, কখনো কখনো পুরো পরিবার ধ্বংশ করে দিত। মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে, কৃতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত।

আল্লাহ তা ‘আলা মুসলিম সমাজকে এহেন অবস্থা থেকে মুক্ত করে ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার বিধান দিলেন ‘কিসাস’ -এর মাধ্যমে। হত্যাকারী পুরুষ, মহিলা, স্বাধীন ও ক্রীতদাস যেই হোক, নিহত ব্যক্তির কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

মুসলিমরা রক্তে সবাই সমান। (আবূ দাউদ হা: ২৭৫১, মুসনাদ আহমাদ হা: ৬৭১৭, হাদীসটি সহীহ)।

আয়াতের সরল অনুবাদে বলা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী হত্যা করা হবে। এমতাবস্থায় যদি স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসকে হত্যা করে বা পুরুষ মহিলাকে হত্যা করে তাহলে কি ক্রীতদাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে আর মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করা হবে না? উত্তর আয়াতটির এ শব্দগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে সাজানোর কারণ হল- অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ জাহিলী যুগের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যেমন কৃতদাসের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করত বা মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করত এমন করা যাবে না। বরং কিসাসে হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। তাতে সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, সবল হোক আর দুর্বল হোক, উঁচু বংশের হোক আর নীচু বংশের হোক। এটাই হলো মুসলিমরা রক্তে সবাই সমান।

অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ذ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ذ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ)

“আমি তাদের জন্য তাতে ফরয করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম।” (সূরা মায়িদা ৫:৪৫)

(فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ) ক্ষমা করে দেয়া দু’ ভাবে হতে পারে:

১. বিনিময় ছাড়া আল্লাহ তা ‘আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করা।

২. কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভালভাবে আদায় করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(أَخِيْهِ) “তার ভাই” অর্থাৎ হত্যাকারী কাফির হবে না। কারণ এখানে ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীনি ভাই। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এ অপরাধ করলে একজন মুসলিম কাফির হতে পারে না, যদি সে ঐ অপরাধ করা বৈধ মনে না করে।

(ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُم)

অর্থাৎ কিসাস না আদায় করে দিয়াত গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়ার বিধান আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ হতে তোমাদর প্রতি শাস্তি হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্র্ণিত, তিনি বলেন: বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিসাস প্রথা চালু ছিল, কিন্তু দিয়াত তাদের মধ্যে চালু ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা ‘আলা এ উম্মাতের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আর তা হলোঃ হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হ্যাঁ, কোন হত্যাকারীর সঙ্গে তার কোন (মুসলিম) ভাই নম্রতা দেখাতে চাইলে উল্লিখিত আয়াতে ক্ষমা এর অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেয়া।

(فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)

অর্থাৎ এ ব্যাপারে যথাযথ বিধি মেনে চলবে এবং নিষ্ঠার সাথে দিয়াত আদায় করে দেবে। তোমাদের পূর্বের লোকেদের ওপর আরোপিত কিসাস হতে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি শাস্তি হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪৯৮)

তবে কিসাস আদায় করা, দিয়াত গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়া নিহত পরিবারের ইখতিয়ারাধীন, তাদেরকে কোনটাতে বাধ্য করা যাবেনা। এতে হত্যাকারী সন্তুষ্ট থাকুক আর নাই থাকুক।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: কোন ব্যক্তির (অধীনস্থ) কাউকে হত্যা করা হয়ে থাকলে তার দু’ টি অবকাশ রয়েছে: এক. সে ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে। দুই. ইচ্ছা করলে কিসাস আদায় করতে পারবে। (সহীহ বুখারী হা: ১১২, ২৪৩৪, সহীহ মুসলিম হা: ১৩৫৫)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তাকে ক্ষমা করেও দিতে পারবে এ অধিকার রয়েছে। (ইরওয়া হা: ২২২০)

আর একজন ব্যক্তিকে হত্যার কারণে আক্রোশমূলক একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। তবে একাধিক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করার কাজে সম্পৃক্ত থাকলে তাদের সবাইকে হত্যা করা যাবে। (ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর দিয়াত অধ্যায়ে সনদবিহীন বর্ণনা করেছেন: উমার (রাঃ) একজন সানআ ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে সাতজনকে হত্যা করেছেন)। অনুরূপ পিতা সন্তানকে হত্যা করলে সন্তানের বদলে পিতাকে হত্যা করা যাবেনা। কারণ পিতা মূল আর সন্তান হল শাখা। (তিরমিযী হা: ১৪০০, ইবনু মাযাহ হা: ২৬৪৬, সহীহ) আবার কোন কাফিরকে মুসলিম হত্যা করলে তার বদলে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। (সহীহ বুখারী হা: ১১১)

(ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُم)

‘এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে হালকা বিধান’ অর্থাৎ কিসাস না আদায় করে দিয়াত গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়ার বিধান আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি শাস্তি হ্রাস ও বিশেষ অনুগ্রহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্র্ণিত, তিনি বলেন: বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিসাস প্রথা চালু ছিল, কিন্তু দিয়াত তাদের মধ্যে চালু ছিল না। আল্লাহ তা ‘আলা এ উম্মাতের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হ্যাঁ, কোন হত্যাকারীর সঙ্গে তার কোন (মুসলিম) ভাই নম্রতা দেখাতে চাইলে উল্লিখিত আয়াতে ক্ষমা এর অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেয়া।

দিয়াত বা রক্তপণ গ্রহণ করার পর অথবা ক্ষমা করার পরও যদি কেউ হত্যাকারীকে হত্যা করে তাহলে তা সীমালংঘন হবে। তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা বলছেন, এ কিসাসে তোমাদের জীবন রয়েছে। অর্থাৎ যখন হত্যাকারীর এ ভয় থাকবে যে, হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে তখন সে অবশ্যই হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। তাই যে সমাজে কিসাস বলবত থাকবে, সে সমাজ হত্যা, খুন-খারাবী ও অন্যায় থেকে মুক্ত থাকবে। ফলে সমাজে আসবে শান্তি ও নিরাপত্তা। এটাই হল কিসাসের মাঝে জীবন এর ব্যাখ্যা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সমাজে কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যায় অবিচার, হত্যার ছড়াছড়ি ও অশ্লীলতা বেহায়াপনা থেকে মুক্ত থাকবে।

২. ইসলাম নারী-পুরুষ, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, ধনী-গরীব সকলের জীবনের সমান মূল্যায়ণ করেছে।

৩. শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ার একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম।